কমিশনার, মোংলা কাস্টম হাউস থেকে ১০/০১/২০২১ তারিখের একটি পত্র পাওয়া গেছে (যোঃ পাতাঃ ২০৪ দ্রঃ)। উক্ত পত্রে উল্লেখ করেছে যে শুল্ক বিভাগ কর্তৃক মালামাল নিলামে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বন্দর কর্তৃপক্ষের অংশে কিছু সমস্যা রয়েছে। নিলাম প্রক্রিয়ার ধারা বেগবান রাখতে মোংলা কাস্টম হাউস এবং নিলাম ক্রেতাগণকে সহযোগিতা প্রদানের নিমিত্তে বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃক ৩০ দিনের উর্ধ্বে আমদানিকৃত পণ্য নিলাম বিজ্ঞপ্তির পর নিলাম ক্রেতাগণকে মালামাল দেখানোর জন্য শুল্ক বিভাগ হতে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে শুল্কবিভাগ, বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ও নিলাম ক্রেতাদের উপস্থিতিতে গাড়ি/মালামাল দেখানো হয়। দরজা খুলে গাড়ী দেখানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা না করার বিষয়টি শুল্ক বিভাগের প্রতিনিধি কর্তৃক জেটিস্থ কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়নি। শুল্ক কতৃপক্ষের গত ১০/০১/২০২১ তারিখের পত্রের ৩(ঘ) ক্রমিকে বর্ণিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যায় যে ৩০ দিনের উর্ধ্বে পরে থাকা যে কোন গাড়ী/মালামাল নিলামের কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে শুল্ক বিভাগ কর্তৃক ইনভেন্ট্রি কালে গাড়ীর মাইলেজ এর তথ্য সংগ্রহ পূর্বক ক্যাটালগ অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া গাড়ীর প্রকৃত অবস্থা দেখেই শুল্ক বিভাগ হতে গাড়ীর সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারন করা হয়ে থাকে মর্মে জানা গেছে। বিডারগন গাড়ী নিলামে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে গাড়ী পরিদর্শন কালে গাড়ীর দরজা খুলে দেখবার ক্ষেত্রে গাড়ী পরিদর্শন কার্যক্রমে জটিলতা সৃষ্টি হবে। উল্লেখ্য, নিলাম তালিকায় অন্তর্ভূক্ত সকল গাড়ী নিলামে বিক্রয় করা হয় না। বিষয়টি মোংলা কাস্টমকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা যেতে পারে। সে লক্ষে একটি খসড়াপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে (যোঃ পাতাঃ ২০৫ দ্রঃ)।

সদয় অবগতি ও খসড়াপত্রটি অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হলো।

কমিশনার, মোংলা কাস্টম হাউস থেকে ১০/০১/২০২১ তারিখের একটি পত্র পাওয়া গেছে (যোঃ পাতাঃ ২০৪ দ্রঃ)। উক্ত পত্রে উল্লেখ করেছে যে শুল্ক বিভাগ কর্তৃক মালামাল নিলামে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বন্দর কর্তৃপক্ষের অংশে কিছু সমস্যা রয়েছে। নিলাম প্রক্রিয়ার ধারা বেগবান রাখতে মোংলা কাস্টম হাউস এবং নিলাম ক্রেতাগণকে সহযোগিতা প্রদানের নিমিত্তে বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃক ৩০ দিনের উর্ধ্বে আমদানিকৃত পণ্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি জারির পর নিলাম ক্রেতাগণকে ক্যাটালগের মালামাল দেখানোর জন্য পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। মোংলা কাস্টম হাউস ও বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি এবং নিলাম ক্রেতাদের উপস্থিতিতে গাড়ি/কন্টেইনারজাত মালামাল দেখানো হয়। নিলাম ক্রেতাদের পণ্য/গাড়ি দেখানোর ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যার বিষয়ে শুল্ক বিভাগের প্রতিনিধি কর্তৃক জেটিস্থ কর্মকর্তাদের কখনো অবহিত করা হয়নি। পত্রের ৩(ঘ) ক্রমিকে বর্ণিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যায় যে ৩০ দিনের উর্ধ্বে পড়ে থাকা গাড়ি/কন্টেইনারজাত মালামাল নিলামের কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে শুল্ক বিভাগ কর্তৃক ইনভেন্ট্রিকালে গাড়ির মাইলেজ এর তথ্য সংগ্রহ পূর্বক ক্যাটালগ-এ অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। গাড়ীর প্রকৃত অবস্থা দেখেই শুল্ক বিভাগ হতে গাড়ীর সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারন করা হয়ে থাকে মর্মে জানা গেছে। বিডারগন গাড়ি নিলামে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে পরিদর্শনকালে গাড়ির দরজা খুলে প্রকৃত অবস্থা ও মাইলেজ দেখানোর ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। উল্লেখ্য, আমদানিকারক কর্তৃক নিলাম তালিকায় অন্তর্ভূক্ত অনেক গাড়ী যথা নিয়মে শুল্ক করাদি পরিশোধ করেও ডেলিভারী গ্রহন করে থাকে। সুতারং ভবিষ্যৎ জটিলতা এড়ানোর জন্য নিলাম ক্রেতাদের গাড়ীর দরজা খুলে দেখানো সমিচীন হবেনা।

এমতাবস্থায়, মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃক গাড়ী/কন্টেইনারের মালামাল নিলাম কার্যক্রম গ্রহনের পূর্বে শুল্ক বিভাগ হতে ইনভেন্ট্রিকালে গাড়ীর প্রকৃত অবস্থা এবং মাইলেজ দেখে তথ্য নিলাম ক্যাটালগ-এ অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানিয়ে মোংলা কাস্টম হাউসকে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। সেলক্ষ্যে একটি খসড়া পত্র প্রস্তত করা হয়েছে (যোঃ পাতাঃ ২০৫ দ্রঃ)।

সদয় অবগতি ও খসড়া পত্রটি অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হলো।

মোংলা বন্দর জেটিস্থ ৭ নং শেডে ১৯৯২ ইং সালে খালাসকৃত ২৫২ ব্যাগ = ১২৮৫২ কেজি সুইপিং সিমেন্ট পড়ে আছে। মালামাল গুলি বর্তমানে সম্পুর্ন নষ্ট হয়ে গেছে মর্মে দেখা যায় (যোঃ পাতাঃ ২১১ দ্রঃ) এবং একই বৎসরে খালাসকৃত ৫ প্যাকেজ = ৩৫৬ কেজি স্পেয়ার পার্টস এর কার্টন খালি অবস্থায় ৮ নং শেডে পড়ে আছে (যোঃ পাতাঃ ২১২ দ্রঃ)। ইতিপূর্বে মালামাল গুলি শুল্ক আইন অনুযায়ী নিলামের জন্য তালিকা প্রেরণ করা হলেও মালামাল গুলি নিলাম করা হয়নি। বর্তমানে বন্দর জেটিতে খুলনা মোংলা পোর্ট রেল লাইন কাজ শুরু হওয়ায় আমদানীকৃত মালামাল সংরক্ষণের স্থান সংকুলান না হওয়ায় উক্ত মালামাল সমূহ জরুরী ভিত্তিতে নিলাম/অপসারন করা প্রয়োজন। এমতাবস্তায়, উল্লেখিত মালামাল গুলি জরুরী ভিত্তিতে নিলাম/অপসারনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডেপুটি কমিশনার (নিলাম) বরাবর পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। সে লক্ষ্যে একটি খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে (যোঃ পাতাঃ ২১৩ দ্রঃ।

সদয় অবগতি ও খসড়া পত্র অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হলো।

গত ০৬/০৪/২০২১ তারিখ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম, পি এর সভাপতিত্বে মোংলা বন্দর কতৃপক্ষের উন্নয়ন, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরনী পাওয়া গেছে (যোঃ পাঃ ৮৮)। কার্যবিবরনীর ২.৫ নং ক্রমিকে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিলামকৃত পণ্যের বকেয়া টাকা আদায়ে ব্যবস্থা নিতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিক্যালস্ ইম্পোর্টার্স এন্ড ডিলার এসোসিয়েশন (বারভিডা) এর সাথে ১৪-০৬-২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় মোংলা কাস্টমস হাউস কর্তৃক নিলামে বিক্রিত মূল্যের উপর বন্দরের প্রাপ্য হিস্যা পরিশোধের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সিন্ধান্ত গৃহীত হয়- “মোংলা কাস্টমস হাউস কর্তৃক নিলামে বিক্রিত মূল্যের উপর বন্দরের প্রাপ্য হিস্যা পরিশোধে কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ সংশোধনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পুনরায় পত্র প্রেরণপূর্বক বন্দর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে (যোঃ পাঃ ৯১- ৯৩)।”

৩। সরকারি নিরীক্ষা দল কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে নিলাম পণ্যের বিক্রয় মূল্যের ১৫% হারে পোর্ট চার্জ আদায় না করায় ৫,৫৭,৭১,২১২ (পাঁচ কোটি সাতান্ন লক্ষ একাত্তর হাজার দুই শত বারো) টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে মর্মে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। আপত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর নির্দেশনা উপেক্ষা করে স্থানীয় কাস্টম অফিস কর্তৃক অনিয়মিতভাবে নীতিমালা প্রস্তুত করে পোর্ট চার্জ নির্ধারণ করা বিধি সম্মত ছিল না। কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর নির্দেশনা মোতাবেক পোর্ট চার্জ আদায় করা হলে বন্দর কর্তৃপক্ষ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হত না (যোঃ পাঃ ৯৪-৯৫)।

৪। গত ৩১/১০/২০১৯ তারিখ নৌপরিবহন মন্ত্রাণালয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর মধ্যে বিভিন্ন অনিস্পন্ন বিষয় নিস্পত্তির লক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিন্ধান্ত অনুযায়ী দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য মোংলা শুল্ক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নিলামে বিক্রয় করায় মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য অংশ পরিশোধের বিষয়ে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে মোংলা কাস্টম হাউসের অনিস্পন্ন বিষয়সমূহ নিস্পত্তির জন্য ২৩/০৮/২০২০ ইং তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভার সিন্ধান্ত অনুযায়ী আইন সংশোধনের জন্য ২৭/০৯/২০২০ ইং তারিখ সুত্রস্থ-২ নং পত্র প্রেরণ করা হয় । তৎপ্রেক্ষিতে ০৩/১১/২০২০ ইং তারিখ মোংলা কাস্টম হাউস সুত্রস্থ-৩ নং পত্র জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র প্রেরণ করা হয় । কিন্তু অদ্যাবধি এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি।

৫। মোংলা কাস্টমস্ হাউস কর্তৃক ২৬/০২/২০২০ ইং তারিখের পর নিলামে বিক্রিত পণ্যের উপর বন্দরের হিস্যা সহ পূর্বের বকেয়া কোন টাকা পরিশোধ করা হয়নি। বর্তমানে নিলামে বিক্রিত পণ্যের উপর ৩৯৫টি বিলের বিপরীতে পূর্বের বকেয়া সহ ১৩,০৪,৪৮,৪২৩.৮৬/= টাকা পাওনা হয়েছে।

৬। এমতাবস্থায়, কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯ সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত মোংলা কাস্টমস্ হাউস এর স্হায়ী আদেশ নং-০১/১৪ তারিখঃ ১০/০৪/২০১৪ অনুসরণ করে নিলামে বিক্রিত পণ্যের উপর মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ৩৯৫টি বিলের বিপরীতে পূর্বের বকেয়া সহ ১৩,০৪,৪৮,৪২৩.৮৬/= টাকা পরিশোধ এবং ১৪-০৬-২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিন্ধান্ত অনুযায়ী কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ সংশোধনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পুনরায় পত্র প্রেরণপূর্বক বন্দর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য ডেপুটি কমিশনার (নিলাম) কে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। সে লক্ষ্যে একটি খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে (যোঃ পাঃ ৯৫)।

সদয় অবগতি ও খসড়া পত্র অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হলো।

গত ০৬/০৪/২০২১ তারিখ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম, পি এর সভাপতিত্বে মোংলা বন্দর কতৃপক্ষের উন্নয়ন, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরনী পাওয়া গেছে (যোঃ পাঃ ৯৮ দ্রঃ)। কার্যবিবরনীর ২.৫ নং ক্রমিকে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিলামকৃত পণ্যের বকেয়া টাকা আদায়ে ব্যবস্থা নিতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিক্যালস্ ইম্পোর্টার্স এন্ড ডিলার এসোসিয়েশন (বারভিডা) এর সাথে ১৪-০৬-২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় মোংলা কাস্টমস হাউস কর্তৃক নিলামে বিক্রিত মূল্যের উপর বন্দরের প্রাপ্য হিস্যা পরিশোধের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সিন্ধান্ত গৃহীত হয়- “মোংলা কাস্টমস হাউস কর্তৃক নিলামে বিক্রিত মূল্যের উপর বন্দরের প্রাপ্য হিস্যা পরিশোধে কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ সংশোধনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পুনরায় পত্র প্রেরণপূর্বক বন্দর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে (যোঃ পাঃ ১০৩ দ্রঃ)।”

৩। নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ে বন্দরের অনিষ্পন্ন বিষয় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ০৬/০৮/২০১৮, ০৬/০২/২০১৯, ৩১/১০/২০১৯ ও ০৬/০৪/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে (যোঃ পাঃ ১৫, ১১৩, ৩০, ১০০ দ্রঃ)। মোংলা কাস্টম হাউসের সাথে মবক’এর অনিষ্পন্ন বিষয় নিয়ে ১৮/০৭/২০১৮, ০৫/১১/২০১৮, ০৩/১০/২০১৯ ও ২৩/০৮/২০২০ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়(যোঃ পাঃ ১০, ১৯, ৮৭ ও ৭৮ দ্রঃ) । সভায় মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃক নিলামে বিক্রিত মূল্যের উপর বন্দরের হিস্যা পরিশোধ বিষয়ে কাস্টমস এ্যাক্ট-১৯৬৯ ধারা-২০১ সংশোধন করা প্রয়োজন মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সর্বশেষ গত ২৩/০৮/২০২০ তারিখ মোংলা কাস্টম হাউসের সাথে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মবক কর্তৃক মোংলা কাস্টমস হাউসকে আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়(যোঃ পাঃ-৮৩ দ্রঃ)। তৎপ্রেক্ষিতে মোংলা কাস্টম হাউস নিলামে বিক্রিত পন্যের বিপরীতে বন্দরের হিস্যা আনুপাতিক হিসাব অনুযায়ী পরিশোধের লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র প্রেরন করে (যোঃ পাঃ ৮৫ দ্রঃ)। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে মবক অবহিত নয়।

৪। মোংলা শুল্ক বিভাগ কর্তৃক সাধারণ ও কন্টেইনার জাত পণ্য নিলামে বিক্রয়ের বিপরীতে বন্দরের হিস্যা যথাক্রমে ১৫% ও ২০% পরিশোধের বিষয়টি বন্দরের সাথে শুল্ক বিভাগের অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারন ও চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত হিস্যা পরিশোধের বিষয়ে মোংলা শুল্ক ভবন, খুলনা কর্তৃক পত্র নং- এস/২/বিবিধ/নিলাম/মংলা/৯৩-৯৪/অংশ-১/৬১৫৭, তারিখঃ ১৩/১০/১৯৯৭ এর মাধ্যমে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়(যোঃ পাঃ ১১১দ্রঃ)। । এসংক্রান্ত বিষয়ে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি নং- ১/৮৯, তারিখঃ ০৮/০১/১৯৮৯, ৩/৮৮, তারিখঃ ০৫/০৪/১৯৮৮, ২২/৯৭, তারিখঃ ০৫/১১/১৯৯৭ এবং মোংলা কাস্টম হাউস, খুলনা স্থায়ী আদেশ নং- ০১/১৪, তারিখঃ ১০/০৪/২০১৪ জারী করে (যোঃ পাঃ ১-৭ দ্রঃ)। উল্লেখিত সকল কার্যক্রম দি কাস্টম এ্যাক্ট-১৯৬৯ (যোঃ পাঃ ৮ দ্রঃ) অনুসরণ করে সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে বন্দর কর্তৃপক্ষ মনে করে।

৫। মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃক উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি ও স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী গত ১৭/০২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত নিলামে বিক্রিত মূল্যের বিপরীতে বন্দরের হিস্যা পরিশোধ করা হলেও পরবর্তীতে দি কাস্টম এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর সেকশন-২০১ এর সাব সেকশন-২ (ডি) অনুসরণ করায় বন্দর আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

৬। নিলামে বিক্রিত পণ্য ও কন্টেইনারের বিপরীতে বন্দরের হিস্যা বাবদ ৩৯৫ টি দাবী বিলের বিপরীতে সর্বমোট ১২,৮৫,৩৪,২৯৬.৩০ টাকা মোংলা কাস্টম হাউসের নিকট পাওনা হয়েছে। উক্ত সমুদয় বকেয়া পাওনা জরূরী ভিত্তিতে পরিশোধ করা প্রয়োজন। নিলামে বিক্রিত পণ্যের বিপরীতে বন্দরের হিস্যা যথাসময়ে পরিশোধ না করায় এ বিষয়ে সরকারী নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে।

৭। এমতাবস্তায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে আইন সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত নৌপরিবহন মন্ত্রলায়ের ০৬/০৪/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত, মবক কর্তৃক জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি, মোংলা শুল্ক বিভাগের সম্মতি পত্র ও স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী নিলামে বিক্রিত মূল্যের উপর বন্দরের হিস্যা বাবদ বকেয়া পাওনা সর্বমোট ১২,৮৫,৩৪,২৯৬.৩০ টাকা পরিশোধ এবং নিলামে বিক্রিত পণ্যের বিপরীতে বন্দরের হিস্যা পরিশোধের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গৃহীত কার্যক্রম বন্দর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য কমিশনার,মোংলা কাস্টম হাউসকে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। এলক্ষ্যে একটি খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে (যোঃ পাঃ ১১৪ দ্রঃ) ।

সদয় অবগতি ও খসড়া পত্র অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হলো।

# মোংলা বন্দরে দীর্ঘদিন পড়ে থাকা আমদানিকৃত গাড়ি দ্রুত অপসারণের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য মোংলা কাস্টম হাউস, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিক্যালস ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশন (বারভিডা) ও বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এ্যাসোসিয়েশন এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটির গত ২৫/১১/২০২১ ইং তারিখ দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ মোংলা কাস্টম হাউস সংশ্লিষ্ট হওয়ায় সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদনের কপি মোংলা কাস্টম হাউসকে প্রেরণ করা হয় ( যোঃপাঃ ১৬৫ )। প্রতিবেদনের সুপারিশের বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা ট্রাফিক বিভাগ অবগত নয়। উল্লেখ্য মবক’র আসন্ন মাসিক সমন্বয় সভায় এসংক্রান্ত তথ্যের সর্বশেষ অবস্হা উত্থাপান করা আবশ্যক ।

# এমতাবস্থায়, প্রতিবেদনের সুপারিশের বিষয়ে মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা অত্র দপ্তরকে অবহিত করার জন্য কমিশনার, মোংলা কাস্টম হাউসকে পত্র দেয়া যেতে পারে। এ লক্ষ্যে একটি খসড়াপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে ( যোঃপাঃ ২১৩ )।

# সদয় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হলো।

মোঃ শাহারুল আলম,১২/১৩,প্যারিদাস রোড, ঢাকা এর নিকট হতে ২৯/০৮/২০২২ তারিখের ১টি পত্র পাওয়া গেছে (যোঃপাঃ )। পত্রের সাথে মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃক প্রদত্ত নিলাম সেল নং ১১/২২, লট নং ১১২ এর গাড়িটির ডেলিভারি আদেশের দলিলাদি সংযুক্ত আছে । পত্রে মোংলা কাস্টম হাউস এর ডেলিভারি আদেশের প্রেক্ষিতে লট নং ১১২ এর গাড়িটি ডেলিভারী প্রদানের আবেদন করেছেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে গাড়িটি ডেলিভারী দেয়া হয়নি। উল্লেখ্য গত ১৭/০২/২০১৫ তারিখের পর হতে বিভিন্ন সময় নিলামে বিক্রিত পণ্যের বিপরীতে মোংলা কাস্টম হাউসের নিকট মবক’র প্রাপ্য হিস্যা বাবদ ১০৮৮২৮৮০১.০৩ টাকা বকেয়া পাওনা আছে যা অদ্যাবধি পরিশোধ করা হয়নি । সর্বশেষ গত ২৫/০৭/২০২২ ইং তারিখে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে মোংলা কাস্টম হাউসের অনিষ্পন্ন বিষয় সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মবক’র সভাকক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় নিম্নরূপ সিদ্বান্ত গৃহীত হয়ঃ-

" নিলামে বিক্রিত পন্যের ১৫% ও ২০% হারে অর্থ মবক’কে প্রদান না করলে মবক অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত পোর্ট ট্যারিফ অনুযয়ী শুল্ক অদায় করার পর পণ্য বন্দর হতে খালাস করবে।

# এমতাবস্থায়, পাওনা আদায় ব্যতিরেকে পত্রে উল্লেখিত পণ্য চালানটি ডেলিভারি প্রদান করা হবে কিনা এ বিষয়ে সদয় সিদ্বান্ত প্রয়োজন ।

# সবিনয়ে পেশ করা হলো।

# ডেপুটি কমিশনার (প্রশাসন) মোংলা কাস্টম হাউস এর নিকট থেকে ২১.০৪.২০২২ তারিখের ১টি পত্র পাওয়া গেছে । পত্রের সাথে ফাইভ আর এ্যাসোসিয়েটস এর পত্র সংযুক্ত আছে (যোঃপাঃ১৫)। পত্রে স্হায়ী বন্দর জেটি অভ্যন্তরস্হ কাস্টম মোবাইল স্ক্যানার সাইটে অপারেশন ও মেইনটেন্যাস কার্যক্রম পরিচালনার কাজে নিয়েজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থায়নে ওয়াশরুম স্হাপনের অবেদন করেছেন। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মোবাইল স্ক্যানার এর সাইটে ওয়াশরুম নির্মানের কোন সুযোগ আছে কিনা সে বিষয়ে মকতামত প্রদানের জন্য প্রকৌশল (সিঃওহাঃ) বিভাগে নথি প্রেরণ করা হয়। প্রকৌশল (সিঃওহাঃ) বিভাগ হতে জনানো হয় যে উক্ত স্হানে টয়লেট ও সেপটিক ট্যাংক স্হাপনের পর্যাপ্ত জায়গা নেই। এমতাবস্থায়, বিষয়টি জানিয়ে ডেপুটি কমিশনার (প্রশাসন) মোংলা কাস্টম হাউস বরাবর প্রেরন করা যেতে পারে। এলক্ষে পরিচ্ছন্ন পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

# পরিচ্ছন্ন পত্র সদয় স্বাক্ষরের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হলো।

এআইজি(এনসিবি), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা হতে ১৭/৮/২০২২ইং তারিখের একটি পত্র পাওয়া গেছে। পত্রের সাথে এনসিবি, বাংলাদেশ পুলিশ হেড কোয়ার্টার, ঢাকা, বাংলাদেশ এর একটি পত্র সংযুক্ত আছে (যোঃপাঃ ১৮৯ )। পত্রে উল্লেখিত ০৯টি গাড়ীর ছবি সহ ভি.আই.এন ও ইন্জিন নাম্বার প্রেরনের অনুরোধ জানিয়েছেন। উল্লেখিত ০৯টি গাড়ী গত ০৫/০৭/২০২২ তারিখ এম.ভি.লোটাস লিডার জাহাজ হতে স্হায়ী বন্দরে অবতরণ করে । চাহিতব্য তথ্যাদি নিম্নরুপঃ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S.l No. | Vehicle’s VIN No. | Engine No. | Current Location of the Vehicle |
| 1 | Toyota Harrier,axuh80-0018055 | A25AR542325 | Car parking yard-7 |
| 2 | Toyota C-HR,ZYX10-2194905 | 2ZR-2N78200 | Car parking yard-7 |
| 3 | Toyota Esquire,ZWR80-0298373 | 2ZR-0B9009 | Warehouse-A |
| 4 | Toyota C-HR,ZYX10-2114189 | 2ZR-8411552 | Warehouse-A |
| 5 | Toyota Harrier,ZSU60-0116435 | 8ARZ090072 | Warehouse-A |
| 6 | Toyota Land Cruiser Prado,TRj150-095454 | 2TR-2110505 | Car parking yard-1 |
| 7 | Toyota Premio NZT260-3198565 | 1NZ-F105009 | Car parking yard-1 |
| 8 | Toyota Hiace,TRH200-5035106 | 1TR-1739205 | Car parking yard-1 |
| 9 | Toyota Hiace,TRH200-0266758 | 1TR-1865320 | Car parking yard-1 |

গাড়ির ছবি ও অন্যান্য তথ্য এআইজি (এনসিবি), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা বরাবর প্রেরনের লক্ষ্যে একটি খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে (পতাকা ক)।

সদয় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হলো।

মবক কর্তৃক গঠিত Internal Busniess Development Standing Committee গত ২৩.১১.২০২২ ইং তারিখ মোংলা বন্দরে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং দ্রুত পণ্য খালাস/বোঝাই কাজে বন্দরের সুবিধাদি সম্পর্কে অবহিত করার নিমিত্তে মোংলা ইপিজেড এর সকল বিনিয়োগকারীদের সাথে ইপিজেড এর সভা কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বন্দর ব্যবহারকারীগন বন্দরের অন্যান্য সুবিধার সাথে LCL কন্টেইনারের মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। উল্লেখ্য, স্হায়ী বন্দর জেটিতে LCL কন্টেইনারে পরিবাহিত পণ্য সংরক্ষণ উপযোগী ০২ টি ওয়্যারহাউস বিদ্যামন আছে। যার বিবরণ নিম্নরুপঃ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ক্রঃনঃ | ওয়্যারহাউস / শেড | আয়তন (বর্গ মিঃ) | পন্য ধারণ ক্ষমতা (মেঃটঃ) |
| ১ | ওয়্যারহাউস- এ | ৯৮৬০ | ১৫০০ |
| ২ | ওয়্যারহাউস –বি | ৯৮৬০ | ১৫০০ |
|  | মোট | ১৯৭২০ | ৩০০০ |

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক LCL কন্টেইনারে পরিবাহিত পন্য সংরক্ষনে বন্দরে বিদ্যমান সুবিধাদি Asycuda world system এ অন্তর্ভূক্ত করনের ব্যবস্হা গ্রহন করা হলে পন্য আমদানি/রপ্তানি কারকগন এ বন্দরের মাধ্যমে LCL কন্টেইনারে পন্য আমদানি/রপ্তানির সুযোগ গ্রহন করতে পারবে।

# এমতাবস্থায়, মোংলা বন্দরের মাধমে LCL কন্টেইনারে পন্য আমদানি/রপ্তানির বিদ্যমান সুবিধাদি Asycuda world system এর অন্তর্ভূক্ত করনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনার, মোংলা কাস্টম হাউসকে পত্র দেয়া যেতে পারে। এ লক্ষ্যে একটি খসড়াপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে ।

সদয় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হলো।

নিলামের মাধ্যমে বিক্রিত মালামালের উপর বন্দর কর্তৃপক্ষের চার্জ এর বিল পরিশোধের বিষয়ে ডেপুটি কমিশনার, মোংলা কাস্টম হাউস এর নিকট থেকে ২৮.০৩.২০২৩ তারিখের ১টি পত্র পাওয়া গেছে (যোঃপাঃ ২৬১)।পত্রের ৩ নং ক্রমিকে সেবা খাতের কোড নং-s ০০৫.২০ বন্দর সেবা/চার্জের উপর ১৫% হারে মুসক প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে মর্মে উল্লেখ আছে।

এতদপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য,জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং-১৪৯ এর সেবা খাতের কোড নং-s ০০৫.২০ অনুযায়ী বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিপরীতে আদায়কৃত বন্দর মাশুলের উপর ১৫% হারে মুসক নিয়মিত আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয় (যোঃপাঃ ১৬৬)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং-১৪৯-আইন/২০২০, ১০-মুসক এর ক্রমিক নং০৮ সেবা খাতের কোড নং-s ০০৯.০০ বিধান (যোঃপাঃ ১৬০) অনুযায়ী মোংলা বন্দরে রক্ষিত ৩০ (ত্রিশ) দিনের উদ্ধে³আমদানিকৃত ও রপ্তানিযোগ্য মালামালের নিলামকারী সংস্থা হিসাবে মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃক নিলামে বিক্রিত পণ্যের মূল্যের উপর ১০% মুসক উৎসে আদায় ও পরিশোধযোগ্য। নিলামে বিক্রিত মালামালের বিপরীতে বন্দরের দাবী বিল বাবদ পরিশধযোগ্য হিস্যায় কোনরূপ মূল্য সংযোজন করা হয়না বিধায় বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে উৎসে মুসক আদায় ও পরিশোধের সুযোগ নেই মর্মে পত্রের মাধ্যমে মোংলা কাস্টম হাউসকে বিষয়টি অবগত করা হয় (যোঃপাঃ ১৭১)। কিন্তু মোংলা কাস্টম হাউস হতে বিভিন্ন সময়ে নিলামের মাধ্যমে বিক্রিত মালামালের উপর বন্দর কর্তৃপক্ষের দাবী বিল পরিশোধের নিমিত্তে প্রেরিত পত্রের ০৩ নং ক্রমিকে ১৫% হারে মূসক প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হচ্ছে। বিষয়টি বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট স্পষ্ট নয়।

# এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং-১৪৯-আইন/২০, ১০-মুসক এর ক্রমিক নং ০৮ সেবা খাতের কোড নং-s ০০৯.০০ বিধান অনুযায়ী মোংলা কাস্টম হাউজ কর্তৃক নিলামে বিক্রিত পণ্যের মূল্যের বিপরীতে বন্দর কর্তৃপক্ষকে পরিশোধিত দাবী বিলের উপর ১৫% হারে মূসক পরিশোধের যৌ- ক্তিকতা সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য কমিশনার,মোংলা কাস্টম হাউস বরাবর পত্র প্রেরন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে একটি খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে (যোঃপাঃ ২৬৪)।

সদয় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হলো।

মোংলা বন্দর জেটিস্থ ৭ নং শেডে ১৯৯২ ইং সালে খালাসকৃত ২৫২ ব্যাগ =১২৮৫২ কেজি সুইপিং সিমেন্ট পড়ে আছে যা বর্তমানে সম্পুর্ন নষ্ট হয়ে গেছে মর্মে দেখা যায় (যোঃ পাতাঃ ২১১দ্রঃ) এবং একই বৎসরে খালাসকৃত ৫ প্যাকেজ=৩৫৬ কেজি স্পেয়ার পার্টস এর কার্টন খালি অবস্থায় ৮ নং শেডে পড়ে আছে (যোঃ পাতাঃ ২১২ দ্রঃ)। মালামাল গুলি শুল্ক আইন অনুযায়ী নিলাম তালিকায় অন্তর্ভূক্ত আছে। বর্তমানে বন্দর জেটিতে খুলনা-মোংলা পোর্ট তিন লেনের রেল লাইন কাজ সম্পন্ন হওয়ায় আমদানীকৃত মালামাল সংরক্ষণের স্থান স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। সুতরাং উক্ত মালামাল সমূহ জরুরী ভিত্তিতে নিলাম/অপসারণ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য ইতি পূর্বেও উক্ত মালামাল সমূহ জরুরী ভিত্তিতে নিলাম/অপসারণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়(যোঃপাঃ ২১৩)। কিন্তু অদ্যাবধি বর্ণিত মালামালগুলি নিলাম/অপসারণ করা হয়নি। এমতাবস্থায়, উল্লেখিত মালামাল গুলি জরুরী ভিত্তিতে নিলাম/অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডেপুটি কমিশনার (নিলাম) বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। সে লক্ষ্যে পরিচ্ছন্ন পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

সদয় স্বাক্ষরের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হলো।

মোংলা বন্দরে ৩০ দিনের উর্ধ্বে রক্ষিত পণ্য মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃক নিলামে বিক্রয়ের বিপরীতে বন্দরের প্রাপ্য হিস্যা বাবদ ১০,৮৮,৩৯,০০১.০৩ টাকা (দশ কোটি আটাশি লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার এক টাকা তিন পয়সা) অনাদায়ী পাওনা মোংলা বন্দর আইন ২০২২ এর ২৩ ধারা অনুযায়ী সরকারী দাবী হিসাবে পরিশোধের এবং বিদ্যমান নিলাম প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহনের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে ০২/১০/২০২২ তারিখে পত্র প্রেরন করা হয় (যোঃ পাতাঃ ২৪৬দ্রঃ) । তৎপ্রেক্ষিতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে ১৬/১০/২০২২ তারিখ পত্রের মাধ্যমে (যোঃ পাতাঃ ২৫৭দ্রঃ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে " মোংলা বন্দরে ৩০ দিনের উর্ধ্বে রক্ষিত পণ্য মোংলা কাস্টম হাউস কর্তৃক নিলামে বিক্রয়ের বিপরীতে বন্দরের প্রাপ্য হিস্যা বাবদ ১০,৮৮,৩৯,০০১.০৩ টাকা (দশ কোটি আটাশি লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার এক টাকা তিন পয়সা) অনাদায়ী পাওনা মোংলা বন্দর আইন ২০২২ এর ২৩ ধারা অনুযায়ী সরকারী দাবী হিসাবে পরিশোধের এবং বিদ্যমান নিলাম প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহনের জন্য **"** অনুরোধ করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে এ বিষয়ে কোন প্রকার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে কিনা তা বন্দর কর্তৃপক্ষ অবগত না । উল্লেখ্য এ সংক্রান্ত সরকারী নিরীক্ষা আপত্তির জবাবে প্রেরণের নিমিত্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা জানা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে মোংলা কাস্টম হাউসকে এ বিষয়ে কোন নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে কিনা তা মবক’কে জরুরী ভিত্তিতে অবহিত করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরন করা যেতে পারে। সে লক্ষ্যে একটি খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে (যোঃ পাতাঃ ২৭৪দ্রঃ)।

সদয় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হলো।

৪২ নং অনুচ্ছেদে খসড়া পত্র অনুমোদনের প্রেক্ষিতে পরিচ্ছন্ন পত্র সদয় স্বাক্ষরের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হলো ।

মোংলা বন্দর জেটিস্থ ৭ নং শেডে ১৯৯২ ইং সালে খালাসকৃত ২৫২ ব্যাগ =১২৮৫২ কেজি সুইপিং সিমেন্ট পড়ে আছে যা বর্তমানে সম্পুর্ন নষ্ট হয়ে গেছে মর্মে দেখা যায় (যোঃ পাতাঃ ২৩৭ দ্রঃ) এবং একই বৎসরে খালাসকৃত ৫ প্যাকেজ=৩৫৬ কেজি স্পেয়ার পার্টস এর কার্টন খালি অবস্থায় ৮ নং শেডে পড়ে আছে (যোঃ পাতাঃ ২৩৬ দ্রঃ)। মালামাল গুলি শুল্ক আইন অনুযায়ী নিলাম তালিকায় অন্তর্ভূক্ত আছে। বর্তমানে বন্দর জেটিতে খুলনা-মোংলা পোর্ট তিন লেনের রেল লাইন কাজ সম্পূর্ন হওয়ায় আমদানীকৃত মালামাল সংরক্ষণের স্থান স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। সুতরাং উক্ত মালামাল সমূহ জরুরী ভিত্তিতে নিলাম/অপসারণ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য ইতি পূর্বেও উক্ত মালামাল সমূহ জরুরী ভিত্তিতে নিলাম/অপসারণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়(যোঃপাঃ ২৩৮)। কিন্তু অদ্যাবধি বর্ণিত মালামালগুলি নিলাম/অপসারণ করা হয়নি। এমতাবস্থায়, উল্লেখিত মালামাল গুলি জরুরী ভিত্তিতে নিলাম/অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডেপুটি কমিশনার (নিলাম) বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। সে লক্ষ্যে পরিচ্ছন্ন পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

সদয় স্বাক্ষরের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হলো।